বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

BSSF

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের ২৮/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের ধারা ১,২.১ (জ, ণ),৫ (ছ, ঝ, ণ) ৭.২ (১, ২, ৪), ১৪ (ঘ,ঙ) ১৮ (২), ২০ (১,৩) ২৩ এবং ২৬.১ সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক অনুমোদিত এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এনএসসি স্মারক নং- ৩৪.০৩.০০০০.০০২.৪১.০০৬.১২-২০৯০ তারিখঃ ১৭ অক্টোবর ২০২৩ অনুমোদিত।

মহাসচিব
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

সভাপতি
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন।

সূচীপত্র

ক্রঃনং	ধারা সমূহ	পৃষ্ঠা
১.	১ - সংগঠনের নাম	২
২.	২ - সংজ্ঞা সমূহ	২
৩.	৩ - ফেডারেশনের সদর দপ্তর	২
৪.	৪ - প্রতিক চিহ্ন (মনোগ্রাম ও পতাকা)	২
৫.	৫ - ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৩
৬.	৬ - ফেডারেশনের আওতাধীন সংগঠন	৩
৭.	৭ - ফেডারেশনের গঠণ প্রনালী	৪
৮.	৮ - সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৪
৯.	৯ - সাধারণ পরিষদের মেয়াদ	৫
১০.	১০ - সাধারণ পরিষদের সভা	৫
১১.	১১ - সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম	৫
১২.	১২ - সাধারণ পরিষদের তলবী সভা	৫
১৩.	১৩ - তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি	৬
১৪.	১৪ - নির্বাহী কমিটি	৬
১৫.	১৫ - নির্বাহী কমিটির মেয়াদ	৬
১৬.	১৬ - নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৬
১৭.	১৭ - নির্বাহী কমিটির বৈঠক	৮
১৮.	১৮ - ক্লাবের এফিলিয়েশন প্রদান/বাতিল	৮
১৯.	১৯ - নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ পূরণ	৯
২০.	২০ - সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০
২১.	২১ - সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০
২২.	২২ - মহাসচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০
২৩.	২৩ - উপ-মহাসচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০
২৪.	২৪ - কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০
২৫.	২৫ - পদত্যাগ	১১
২৬.	২৬ - ফেডারেশনের নির্বাচন	১১
২৭.	২৭ - গঠনতন্ত্র সংশোধন	১১
২৮.	২৮ - গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	১১

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের ২৮/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের ধারা ১,২.১ (জ, ণ),৫ (ছ, ঝ, ণ) ৭.২ (১, ২, ৪), ১৪ (ঘ,ঙ) ১৮ (২), ২০ (১,৩) ২৩ এবং ২৬.১ সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক অনুমোদিত এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এনএসসি স্মারক নং- ৩৪.০৩.০০০০.০০২.৪১.০০৬.১২-২০৯৩ তারিখ: ১ম অক্টোবর ২০২৩ অনুমোদিত।

মহাসচিব
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

সভাপতি
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

১। এই সংগঠনের নাম বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন (বিএসএসএফ)।
Bangladesh Shooting Sport Federation (BSSF)।

২। এই গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা সংজ্ঞা হিসাবে এই ধারায় বর্ণনা করা হইল।

২.১ সংজ্ঞা সমূহঃ

(ক) 'কমিটি' বলিতে ফেডারেশন এর নির্বাহী কমিটি বুঝাইবে।
(খ) 'কর্মকর্তা' বলিতে ফেডারেশন এর নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের বুঝাইবে।
(গ) 'কর্মচারী' বলিতে ফেডারেশন এর কর্মচারীদের বুঝাইবে।
(ঘ) 'কোষাধ্যক্ষ' বলিতে ফেডারেশন এর কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে।
(ঙ) 'কাউন্সিলার' বলিতে এফিলিয়েটেড ক্লাব/সংস্থা কর্তৃক সাধারণ পরিষদের জন্য মনোনীত ক্লাব প্রতিনিধিকে বুঝাইবে।
(চ) 'নির্বাহী কমিটি' বলিতে ফেডারেশন এর নির্বাহী কমিটি বুঝাইবে।
(ছ) 'পরিষদ' বলিতে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে।
(জ) 'ফেডারেশন' বলিতে 'বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন' বুঝাইবে।
(ঝ) 'সদস্য' বলিতে ফেডারেশন এর নির্বাহী সদস্য বুঝাইবে।
(ঞ) 'সভাপতি' বলিতে ফেডারেশন এর সভাপতিকে বুঝাইবে যিনি সাধারণ পরিষদেরও সভাপতি হইবেন।
(ট) 'সাব-কমিটি' বলিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটিকে বুঝাইবে।
(ঠ) 'সাধারণ পরিষদ' বলিতে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে।
(ড) 'সিনিয়র সহ-সভাপতি' বলিতে ফেডারেশন এর সিনিয়র সহ-সভাপতি বুঝাইবে।
(ঢ) 'সহযোগী সদস্য' বলিতে জাতীয় বা আন্তঃক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নাই এমন ক্লাব কর্তৃক সাধারণ পরিষদে মনোনীত সদস্যকে বুঝাইবে।
(ণ) 'উপ-মহাসচিব' বলিতে ফেডারেশনের উপ-মহাসচিব বুঝাইবে।
(ত) মহাসচিব বলিতে ফেডারেশনের মহাসচিবকে বুঝাইবে।
(থ) সহ-সভাপতি বলিতে ফেডারেশনের সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে।

২.২ গঠনতন্ত্রের কোন স্থানে উল্লেখিত সংজ্ঞার অভিব্যক্তির কোন লংঘন প্রতীয়মান হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় পূর্ব নোটিশের মাধ্যমে উপরোক্ত সংজ্ঞার তাৎপর্য অনুযায়ী উপযুক্ত সংশোধন করা যাইবে অথবা যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইবে। তবে এ ধরনের সংশোধন বা ব্যাখ্যা সাধারণ পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে অবগতি ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

৩। ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হইবে। বাংলাদেশের সকল এফিলিয়েটেড রাইফেল/শ্যুটিং ক্লাব এই সংগঠনের আওতাভূক্ত থাকিবে।

৪। **প্রতিক চিহ্ন (মনোগ্রাম ও পতাকা)ঃ**

টার্গেট পেপারের বৃত্তের দুইটি রেখা চারটি সমানভাবে বিভক্ত থাকিবে। বৃত্তের বাম দিকের উপরের অংশের প্রথম রেখার রং হলুদ ও দ্বিতীয় রেখার রং লাল হইবে। বৃত্তের নিচের অংশের প্রথম রেখার রং নীল ও দ্বিতীয় রেখার রং সবুজ হইবে। বৃত্তের ডান দিকের উপরের অংশের প্রথম রেখার রং লাল ও দ্বিতীয় রেখার রং সবুজ হইবে। ডানদিকের নিচের অংশে প্রথম রেখার রং সবুজ ও দ্বিতীয় রেখার রং লাল হইবে। মাঝে কালো গোল বৃত্ত হইবে। টার্গেট চিহ্নিত বৃত্তটি জলপাই (অলিভ) পাতার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। তাহার নিচে শুধুমাত্র ইংরেজীতে প্রথম লাইনে BSSF লেখা থাকিবে।

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের ২৮/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের ধারা ১,২.১ (জ, ণ),৫ (ছ, ঝ, ণ) ৭.২ (১, ২, ৪), ১৪ (ঘ,ঙ) ১৮ (২), ২০ (১,৩) ২৩ এবং ২৬.১ সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক অনুমোদিত এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এনএসসি স্মারক নং- ৩৪.০৩.০০০০.০০২.৪১.০০৬.১২-২০৯০ তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৩ অনুমোদিত।

মহাসচিব
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

সভাপতি
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

৫। **ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ**

(ক) কিশোর ও যুব সমাজকে শ্যুটিং ক্রীড়া শিক্ষাদান এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে শ্যুটিং ক্রীড়াকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা।

(খ) জনসাধারণকে এই ক্রীড়ায় পারদর্শী করিয়া তোলা যাহাতে প্রয়োজনে দেশরক্ষায় স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে জনগন অংশগ্রহণ করিতে পারে।

(গ) জনসাধারণকে নিরাপদ ভাবে ও দক্ষতার সাথে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষাদান করতঃ ব্যক্তি/পরিবার তথা জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

(ঘ) ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের রুপরেখা অনুযায়ী গঠিত রাইফেল/শ্যুটিং ক্লাব সমূহকে এফিলিয়েশন প্রদান।

(ঙ) স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শ্যুটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও অংশগ্রহণ।

(চ) শ্যুটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা এবং যথাযোগ্য নীতিমালার ভিত্তিতে ক্লাব সমূহকে বরাদ্দ দেওয়া। উন্নতমানের শ্যুটার সৃষ্টি এই নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে।

(ছ) রাজধানী ও দেশের সকল অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানের শ্যুটিং রেঞ্জ নির্মাণ ও সহায়তা প্রদান করা।

(জ) প্রতি জেলায় একটি করিয়া শ্যুটিং রেঞ্জ তৈরীর ব্যবস্থা করা।

(ঝ) জাতীয় দিবস সমূহে দেশব্যাপী শ্যুটিং প্রতিযোগিতার আয়োজনে নির্দেশনা প্রদান করা।

(ঞ) বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য দেশীয় শ্যুটারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান।

(ট) শ্যুটিং ক্রীড়াবিদদের চারিত্রিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

(ঠ) আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত দশটি নিরাপত্তা নির্দেশনা মানিয়া চলা।

(ড) শ্যুটিং ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, আলোচনা সভা প্রভৃতি আয়োজন করা।

(ঢ) শ্যুটিং ক্রীড়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংক্রান্ত গ্রন্থ সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা ও বুলেটিন, সাময়িকী প্রকাশকরণ।

(ণ) ইন্টারন্যাশনাল শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন (ISSF), এশিয়ান শ্যুটিং কনফেডারেশন (ASC), কমনওয়েলথ শ্যুটিং ফেডারেশন এবং দক্ষিন এশীয় শ্যুটিং ফেডারেশন প্রভৃতির এফিলিয়েশন গ্রহণ করা এবং উল্লেখিত সংগঠন সমুহে নির্বাচন সহ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন করা।

ত) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের দুস্থ বাংলাদেশী শ্যুটারদের ও সংগঠকবৃন্দকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।

থ) জাতীয় শ্যুটিং স্কোয়াড গঠণের উদ্দেশ্যে প্রতিভা অন্বেষণ করা এবং উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্যুটার তৈরী করা।

৬। **ফেডারেশনের আওতাধীন সংগঠনঃ**

শ্যুটিং ফেডারেশন হইতে এফিলিয়েশন প্রাপ্ত বাংলাদেশের সকল রাইফেল/শ্যুটিং ক্লাব এই ফেডারেশনের আওতাধীন সংগঠন হিসাবে গণ্য হইবে।

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের ২৮/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের ধারা ১,২.১ (জ, ণ),৫ (ছ, ঝ, ণ) ৭.২ (১, ২, ৪), ১৪ (ঘ,ঙ) ১৮ (২), ২০ (১,৩) ২৩ এবং ২৬.১ সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক অনুমোদিত এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এনএসসি স্মারক নং- ৩৪.০৩.০০০০.০০২.৪১.০০৬.১২-২০৯০ তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৩ অনুমোদিত।

মহাসচিব
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

সভাপতি
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

৭। **ফেডারেশনের গঠন প্রণালীঃ**

৭.১ ফেডারেশনের গঠন প্রণালী হইবে নিম্নরুপঃ

ক) সাধারণ পরিষদ
খ) নির্বাহী কমিটি

৭.২ **সাধারণ পরিষদঃ**

৭.২.১ এফিলিয়েটেড শ্যুটিং/রাইফেল ক্লাবের কাউন্সিলর, বিভাগীয় কাউন্সিলর (৭.৪ অনুযায়ী), এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত কাউন্সিলর সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে।

৭.২.২ ফেডারেশনের ISSF জাজ দের মধ্য হইতে ২ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের কাউন্সিলর হইবেন। নির্বাহী কমিটি/জাজেস কমিটি দ্বারা মনোনীত হইবে।

৭.২.৩ ফেডারেশনের সর্বশেষ নির্বাচিত মহাসচিব পদাধিকার বলে সাধারণ পরিষদের কাউন্সিলর হইবেন।

৭.২.৪ ফেডারেশনের নির্বাচিত নির্বাহী কমিটিতে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক (নূন্যতম উপ-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন) মনোনীত দুইজন ব্যাক্তি পদাধিকারবলে সদস্য হইবেন এবং তাহারা সাধারণ পরিষদেরও সদস্য থাকবেন।

৭.৩ **ক্লাব প্রতিনিধিঃ**

দুই নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে যে সকল ক্লাব নূন্যপক্ষে দুই বৎসর জাতীয় শ্যুটিং প্রতিযোগিতা/বাংলাদেশ গেমস অথবা আন্তঃক্লাব শ্যুটিং প্রতিযোগিতা অথবা এয়ারগান চ্যাম্পিয়নশীপ অথবা যে কোন জাতীয় পর্যায়ের শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়াছে সেই সকল ক্লাব ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে কাউন্সিলর প্রেরণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে ফেডারেশন দুই বৎসর আন্তঃক্লাব শ্যুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হইলে একটি আন্তঃক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্লাব সমূহ কাউন্সিলর প্রেরণ করিবে এবং কোন আন্তঃক্লাব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হইলে বৈধ এফিলিয়েশনধারী সকল ক্লাব কাউন্সিলর প্রেরণ করিবে।

৭.৪ **বিভাগীয় প্রতিনিধিঃ**

প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়াসংস্থা স্বীয় অধিক্ষেত্রের মধ্য হইতে শ্যুটিং ক্রীড়ার সংগে সম্পৃক্ত একজন ক্রীড়া সংগঠককে কাউন্সিলর (প্রতিনিধি) হিসাবে মনোনীত করিবে। মানোনীত ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে কোন রাইফেল/শ্যুটিং ক্লাবের সদস্য হইতে হইবে।

৭.৫ **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিনিধিঃ**

খ্যাতনামা শ্যুটিং ক্রীড়া সংগঠক, প্রাক্তন জাতীয় শ্যুটার এবং শ্যুটিং ক্রীড়ার পৃষ্ঠ-পোষকদের মধ্য হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সর্বাধিক পাঁচজনকে সাধারণ পরিষদের কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত করিবে।

৮। **সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরুপঃ**

৮.১ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৮.২ প্রতি চার বছর অন্তর এবং ১২ এবং ১৯.৬ ধারায় বর্ণিত পরিস্থিতিতে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন।

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের ২৮/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের ধারা ১,২.১ (জ, ণ),৫ (ছ, ঝ, ণ) ৭.২ (১, ২, ৪), ১৪ (ঘ,ঙ) ১৮ (২), ২০ (১,৩) ২৩ এবং ২৬.১ সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক অনুমোদিত এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এনএসসি স্মারক নং- ৩৪.০৩.০০০০.০০২.৪১.০০৬.১২-২০৯০ তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৩ অনুমোদিত।

মহাসচিব
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

সভাপতি
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

৮.৩ বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী বৎসরের বাজেট, পূর্ববর্তী বৎসরের আয় ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব এবং মহাসচিব এর বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন এবং পরবর্তী বৎসরের ক্রীড়াপঞ্জি নীতিগত অনুমোদন।

৮.৪ পরবর্তী বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারণ।

৮.৫ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা ও তদবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৮.৬ গঠনতন্ত্র অনুসারে আনীত অন্য যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৯। সাধারণ পরিষদের মেয়াদঃ

সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর। এই মেয়াদ উত্তীর্ণের নুন্যপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ক্লাব ও সংস্থা সমূহকে চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে মহাসচিব অবগত করিবেন। ক্লাব ও সংস্থা সমূহ তাহাদের নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্লাব সভাপতির স্বাক্ষরে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে। এই ভাবে গঠিত পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ক্লাব ও সংস্থা সমূহ কাউন্সিলার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তবে পদত্যাগ, দূরারোগ্য ব্যাধি জনিত কারণে দীর্ঘদিন দায়িত্ব সম্পাদনে অসমর্থতা ও মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের নির্বাহী কমিটির অথবা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সিদ্ধান্তক্রমে ফেডারেশনের সভাপতি বরাবরে ক্লাব সংস্থার সভাপতি স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা কাউন্সিলর পরিবর্তন করা যাইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বা সরকার মনোনীত প্রতিনিধি/সদস্যের ক্ষেত্রে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ স্বীয় প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

১০। সাধারণ পরিষদের সভাঃ

প্রতি বৎসর সাধারণ পরিষদের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভা প্রতি বৎসর ৩১শে জুলাই এর পূর্বে আহবান করিতে হইবে। সভায় মহাসচিবের বাৎসরিক প্রতিবেদন, পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পরবর্তী অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ও বৎসরের ক্রীড়াপঞ্জি নীতিগত অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাইবে। ন্যূনপক্ষে পনের দিনের নোটিশে বাৎসরিক সাধারণ সভা আহবান করিতে হইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্যসূচীর উল্লেখ থাকিবে। সাধারণ পরিষদ সকল সভায় প্রথমেই আলোচ্যসূচী চূড়ান্ত করিবে।

১১। সাধারণ পরিষদের সভার কোরামঃ

১১.১ মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম হইবে।

১১.২ সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হইলে এক ঘন্টার জন্য সভা মূলতবী থাকিবে। উক্ত এক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও কোরাম না হইলে ন্যূনপক্ষে তিন দিনের জন্য সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে হইবে। দ্বিতীয়বার মূলতবীকৃত সভায় কোরাম না হইলেও পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১২। সাধারণ পরিষদের তলবী সভাঃ

সাধারণ পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতয়িাংশের স্বাক্ষরে আলোচ্যসূচী ও কার্যপত্র সহকারে তলবী সভা আহবান করা যাইবে। তলবী সভায় নির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবসহ যে কোন বিষয় উপস্থাপন করা যাইবে। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে অনাস্থার কারণ উল্লেখ করিয়া এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে তলবী সভা আহবানের জন্য সভাপতিকে নোটিশ দিতে হইবে। তলবী সভার নোটিশ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে সভাপতির নির্দেশে মহাসচিব তলবী সভা আহবান করিবেন। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হইলে বা সভা না ডাকিলে তলবী সভার দাবীতে স্বাক্ষরদানকারী যে কোন একজন সদস্য ঐ সভা ডাকিতে পারিবেন। তলবী সভায় যদি সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের দুইতৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকিয়া ভোটে অংশ নেন সেক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আলোচ্যসূচী বিষয়ক প্রস্তাব পাশ হইবে।

এইরুপ তলবী সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে ঐদিন হইতে কমিটি বিলুপ্ত হইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিলুপ্তির ঘোষনা প্রজ্ঞাপন মারফত প্রদানের পরই নতুন কমিটি গঠণের প্রক্রিয়া চালু হইবে। নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন কমিটির সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ সাময়িক দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন। কিন্তু এই সময়ে তাহারা দৈনন্দিন কাজ কর্ম ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১৩। তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিঃ

সাধারণ পরিষদের তলবী সভায় সাধারণভাবে হাত তুলিয়া ভোট প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে উপস্থিত ন্যূনপক্ষে ৫জন সদস্য ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবী জানান তাহা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে সভাপতি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিবেন।

১৪। নির্বাহী কমিটিঃ

১৪.১ নির্বাহী কমিটি ২৫ সদস্য নিয়া নিম্নরুপে গঠিত হইবেঃ

ক)	সভাপতি	১ (এক) জন	(মনোনীত/নির্বাচিত)
খ)	সিনিয়র সহ-সভাপতি	১ (এক) জন	(নির্বাচিত)
গ)	সহ-সভাপতি	৩ (তিন) জন	(নির্বাচিত)
ঘ)	মহাসচিব	১ (এক) জন	(নির্বাচিত)
ঙ)	উপ-মহাসচিব	২ (দুই) জন	(নির্বাচিত)
চ)	কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন	(নির্বাচিত)
ছ)	সদস্য	১৪ (চৌদ্দ) জন	(নির্বাচিত)
জ)	সদস্য	২ (দুই) জন	(মনোনীত)

১৪.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ ও তাহার অধীনে প্রনীত বিধিমালা অনুসারে সরকার সভাপতি নিয়োগ করিবে/ নির্বাচিত হইবে।

১৪.৩ ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য ২ (দুই) জন (যাহার মধ্যে অন্তঃত একজন মহিলা হইবেন)। এই দুইজন সদস্য পদাধিকার বলে সাধারণ পরিষদেরও সদস্য হইবেন। সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য বাদে নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

১৫। নির্বাহী কমিটির মেয়াদঃ

সাধারণ পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে চার বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে মেয়াদ শুরু হইবে। নির্বাহী কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার নূন্যপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে নির্বাহী পরিষদ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে দায়িত্ব প্রদান বা নির্বাচনী বোর্ড গঠণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। নির্বাচনের সরকারী ফলাফল ঘোষনা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পুরাতন কমিটি নির্বাচিত নতুন কমিটিকে দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবে। অন্যথায় ১৬ তম দিন নতুন কমিটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ

১৬.১ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সমূহ বাস্তবায়ন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং সকল সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১৬.২ নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশে শ্যুটিং ক্রীড়ার প্রসার, প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের ২৮/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের ধারা ১,২.১ (জ, ণ),৫ (ছ, ঝ, ণ) ৭.২ (১, ২, ৪), ১৪ (ঘ,ঙ) ১৮ (২), ২০ (১,৩) ২৩ এবং ২৬.১ সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক অনুমোদিত এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এনএসসি স্মারক নং- ৩৪.০৩.০০০০.০০২.৪১.০০৬.১২-২০৯০ তারিখঃ ১৭ অক্টোবর ২০২৩ অনুমোদিত।

মহাসচিব
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

সভাপতি
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

১৬.৩ নির্বাহী কমিটি শ্যুটারদের শ্যুটিং ক্রীড়া নৈপুন্য ও উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬.৪ নির্বাহী কমিটি দেশে শ্যুটিং এর মান উন্নয়নের সাথে সাথে রেঞ্জ সমূহের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিবে।

১৬.৫ নির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের সকল কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন নির্ধারণ, বরখাস্ত ও চাকুরী শর্তাবলী প্রণয়ন করিবে।

১৬.৬ নির্বাহী কমিটি আর্থিক বৎসরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করতঃ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করিবে।

১৬.৭ নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাৎসরিক শ্যুটিং ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন করিবে। বিশেষ কোন কারণে অনুমোদিত ক্রীড়াপঞ্জির যে কোন পরিবর্তন ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির থাকিবে তবে এইরুপ পরিবর্তন কারণ সহ সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৬.৮ নির্বাহী কমিটি ক্রীড়াপঞ্জী অনুযায়ী জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শ্যুটিং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমূহ পরিচালনা ও অংশগ্রহণ করিবে।

১৬.৯ নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে যে কোন একটি রাইফেল/শ্যুটিং ক্লাবকে আন্তঃক্লাব বা অন্যান্য শ্যুটিং প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবে।

১৬.১০ নির্বাহী কমিটি যে কোন তফশীলি ব্যাংকে ফেডারেশনের নামে হিসাব খুলিতে এবং সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং মহাসচিব এর মধ্যে যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে তাহা পরিচালনা করিতে পারিবে। তবে সাধারণ ব্যাংক-এ হিসাব পরিচালনায় কোষাধ্যক্ষ এর স্বাক্ষর অবশ্যিক থাকিতে হইবে।

১৬.১১ যে কোন তফশীলি ব্যাংক বা সরকারী সিকিউরিটিতে অর্থ লগ্নী করিতে পারিবে।

১৬.১২ শ্যুটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ, শ্যুটিং রেঞ্জ সরঞ্জামাদি, অনুমোদিত ক্লাব ও সংস্থা সমূহের মধ্যে নীতিমালা অনুসারে বরাদ্দ করা বা ব্যবহার করিবে।

১৬.১৩ অনুমোদিত কাউন্সিলরদের নিয়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন করিবে।

১৬.১৪ প্রয়োজনীয় উপ-বিধি প্রণয়ন করিবে।

১৬.১৫ শ্যুটিং এর মান উন্নয়নের স্বার্থে অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৬.১৬ ফেডারেশনের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা ও ফিস সংগ্রহ করিয়া তহবিল গঠন এবং অর্থ, ইমারত অন্যান্য সম্পত্তি অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬.১৭ ফেডারেশনের কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রয়োজন বা ব্যবহার হইতে পারে এমন সব দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভাড়া বা তৈরী করিতে পারিবে।

১৬.১৮ ফেডারেশনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগিতে পারে বা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হইতে পারে এমন কোন জমি, ইমারত বা সম্পত্তি বা উহার ব্যবহারিক অধিকার ক্রয়, ইজারা নেওয়া বা অন্য কোন ভাবে অধিগ্রহণ বন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

১৬.১৯ নির্বাহী কমিটি শ্যুটিং ক্রীড়ার পরিপন্থী যে কোন কার্যকলাপের জন্য দায়ী ক্লাবের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সহ এফিলিয়েশন বাতিল করিতে পারিবে।

১৬.২০ শ্যুটিং ক্রীড়ার সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ফেডারেশনের আর্থিক অথবা সম্মানের ক্ষতি সাধন করিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ তাহাদের শ্যুটিং ক্রীড়ায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষনা করিতে পারিবে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি কোন শ্যুটিং ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ, ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করণ, শ্যুটিং ক্রীড়া ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার অধিকার হারাইবেন। অধিকন্ত এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেশন অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬.২১ শ্যুটিং ক্রীড়ার কিংবা শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য কমিটি যে কোন শ্যুটারের বিরুদ্ধে স্থায়ী কিংবা সাময়িক বরখাস্ত/ বহিষ্কারসহ সকল প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.২২ শ্যুটিং ক্রীড়ার উন্নয়নের অবদানের জন্য সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে যে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.২৩ ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর আবশ্যক থাকিবে হেতু কোন কারণে কোষাধ্যক্ষ দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় বিকল্প কোষাধ্যক্ষ হিসাবে একজন নির্বাহী সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়া হইবে। ব্যাংক হিসাব সমুহে তাহার স্বাক্ষর সংরক্ষিত থাকিবে।

১৬.২৪ এফিলিয়েটেড ক্লাবের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন/ সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে।

১৭। নির্বাহী কমিটির বৈঠকঃ

১৭.১ নির্বাহী কমিটি কমপক্ষে বৎসরে ৪টি বৈঠকে মিলিত হইবে। মহাসচিব সভাপতির সংগে আলোচনা করিয়া নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন। ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করা যাইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্যসূচী উল্লেখ থাকিবে। মোট সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের পদ খালি থাকিলে সভার কোরাম গনানায় ঐ পদগুলি বাদ রাখিতে হইবে।

১৭.২ কোরাম না হইলে সভার কাজ শুরু করা যাইবে না। কোন সভা শুরু করার পর সভা মূলতবী করা যাইবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত সভা করিতে হইবে। এই ধরনের মূলতবী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১৭.৩ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী আলোচ্যসূচীর জন্য নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহবান করা যাইবে। মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে উক্ত সভার কোরাম হইবে।

১৭.৪ কোরামের অভাবে কোন সভা অনুষ্ঠিত না হইতে পারিলে তিন দিনের নোটিশে পুনরায় সভা আহবান করা যাইবে। এইরুপ আহবানকৃত সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে মহাসচিবকে এই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট নোটিশ পৌছানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রমান রাখিতে হইবে।

১৭.৫ নির্বাহী কমিটির সভায় কোন বিষয়ে ভোটাভোটি হইলে যদি প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হয় সেই ক্ষেত্রে সভাপতি কাষ্টিং ভোট এর মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করিবেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে তাহা সাধারণ পরিষদের বিশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৮। ক্লাবের এফিলিয়েশন প্রদান/বাতিলঃ

১৮.১ কোন রাইফেল/শ্যুটিং ক্লাব বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের কাছে এফিলিয়েশন চাহিয়া আবেদন করিলে মহাসচিব তাহা নির্বাহী কমিটির বৈঠকে বিবেচনার জন্য উত্থাপন করিবেন। নির্বাহী কমিটি উক্ত আবেদন অনুমোদন প্রদান বা নাকচ করিতে পারিবে। কমিটির এই সিদ্ধান্ড় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাইবে। এইরুপ রিভিউ-এর আবেদনের উপর ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এইরুপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে আপীল করা যাইবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত সকল পক্ষের উপর বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধে আর কোন আপীলের সুযোগ থাকিবে না।

১৮.২ সকল ক্ষেত্রে এফিলিয়েশনের আবেদনের সহিত ফেডারেশনের নীতিমালা অনুসারে প্রণীত গঠনতন্ত্র ও এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিতে হইবে। নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে ক্লাবের গঠনতন্ত্রে যে কোন সংযোজন বা সংশোধন করিয়া তাহা অনুমোদন করিতে পারিবে। প্রতিটি এফিলিয়েটেড ক্লাবকে প্রতি অর্থ বৎসরের শুরুতে অর্থাৎ প্রতি বৎসর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে এফিলিয়েশন নবায়ন ফি প্রদান করিতে হইবে। এই ফি নির্বাহী কমিটি সময় সময় নির্ধারণ ও পরিবর্তন করিতে পারিবে। এফিলিয়েশন ফি বকেয়া থাকিলে ফেডারেশন হতে সকল প্রকার বরাদ্দের সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হইবে এবং ফেডারেশন চাইলে ক্লাবের এফিলিয়েশন বাতিল করতে পারে।

১৮.৩ যদি কোন অনুমোদিত রাইফেল/শ্যুটিং ক্লাব যথাযথভাবে পরিচালিত না হয় বা ফেডারেশন কর্তৃক আন্তঃক্লাব শ্যুটিং প্রতিযোগিতা আয়োজিত হওয়া সত্বেও এক নাগাড়ে ৩ বছর তাহাতে অংশগ্রহণ না করে বা এফিলিয়েশন প্রাপ্তির ১০ বৎসরের মধ্যে জাতীয় শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করে বা অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিতরণে অনিয়ম করে কিংবা কোন কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত ক্লাবের অস্ত্র ও গোলাবারুদের ডিলিং লাইসেন্স বাতিল হয় সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে কারণ দর্শাইয়া বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়া হইবে। বক্তব্য সন্তোষজনক না হইলে নির্বাহী কমিটি উক্ত ক্লাবের এফিলিয়েশন সাময়িক/স্থায়ীভাবে বাতিল করিতে পারিবে। কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এফিলিয়েশন বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

১৯। নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ পূরণঃ

১৯.১ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের কার্যকালের মধ্যে কোন পদ শূন্য হইলে সেই শূন্য পদ পরবর্তী উপধারা সমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে পূরণ হইবে।

১৯.২ কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে সরকার কর্তৃক নতুন সভাপতি নির্বাচন/সরকার কর্তৃক নিয়োগ না করা পর্যন্ত সময়ে সিনিয়র সহ-সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৯.৩ মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় যে কোন উপ-মহাসচিবকে মহাসচিবের এবং যে কোন সহ-সভাপতিকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হইবে।

১৯.৪ নির্বাহী কমিটির অন্য কোন কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির বৈঠকে প্রয়োজনবোধে সদস্যগণের মধ্য হইতে কো-অপট করতঃ উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে। নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ শূন্য হইলে সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে একইভাবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কো-অপশনের মাধ্যমে শূন্যস্থান পুরন করা হইবে। এধরনের সকল ক্ষেত্রে অন্ততঃ দুই সপ্তাহের নোটিশে আলোচ্যসূচীতে যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্ত করিয়া নির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নিতে হইবে।

১৯.৫ নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য মহাসচিবকে লিখিতভাবে অবহিত না করিয়া যদি পর পর ৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উক্ত কমিটিতে তাহার সদস্য পদ বাতিল করা যাইবে। সকল ক্ষেত্রে ২ (দুই) সভায় অনুপস্থিত কর্মকর্তা/সদস্যকে সভাপতির অনুমোদনক্রমে মহাসচিব তৃতীয় সভায় উপস্থিতির জন্য সতর্ক করিয়া লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন। এইরুপ নোটিশ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সভার অন্ততঃ ৭ (সাত) দিন পূর্বে ফেডারেশন হইতে পাঠাইতে হইবে। তৃতীয় সভায় উক্ত সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে তদপরবর্তী যে কোন সভায় নির্বাহী কমিটি উক্ত কর্মকর্তা/ সদস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯.৬ নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ট পদ কোন সময়ে খালি হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজনবোধে কমিটি বাতিল করতঃ সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য এডহক কমিটি গঠণ

মহাসচিব
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

সভাপতি
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

করিতে পারিবে। এই সময়ের মধ্যে সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করিয়া নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২০। **সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

২০.১ সভাপতি ফেডারেশনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২০.২ ফেডারেশনের সকল কাজ কর্মে দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন। সকল কর্মকর্তা ও নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এবং কাজকর্মে পরামর্শ ও নির্দেশ দিবেন।

২০.৩ জরুরী প্রয়োজনে মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ নোটশীটের অনুমোদন দিবেন, তবে উক্ত নোটশীট পরবর্তী কার্যনির্বাহী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

২০.৪ সভাপতি শ্যুটিং ক্রীড়ায় অনুরাগী, সংগঠক, পৃষ্ঠপোষক বা প্রাক্তন জাতীয় শ্যুটারদের মধ্য থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠণ করিতে পারিবেন। তবে পরবর্তীতে তাহা নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সভায় অবহিত করিবেন।

২১। **সিনিয়র সহ-সভাপতি/ সহ-সভাপতিঃ**

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতিকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন। সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সহ-সভাপতিদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ভিত্তিতে এই জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

২২। **মহাসচিবঃ**

২২.১ মহাসচিব ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী। ফেডারেশনের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও অন্যান্য সকল দৈনন্দিন কাজ কর্মের তদারকির দায়িত্বে থাকিবে। ফেডারেশনের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে সভাপতির অনুমোদনক্রমে তিনি যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২.২ তিনি কোষাধ্যক্ষ এর সাথে যুক্ত ভাবে ফেডারেশনের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। মহাসচিবের আর্থিক ক্ষমতা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২২.৩ ফেডারেশনের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক যে কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিবেন। নির্বাহী কমিটির পক্ষে কমিটির পূর্ব অনুমোদিত যে কোন চুক্তি, ইজারা দলিল ইত্যাদিতে তিনি স্বাক্ষর দান করিবেন। ফেডারেশনের কাজকর্মের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির নিকট তার জবাবদিহিতা থাকিবে।

২৩। **উপ-মহাসচিবঃ**

উপ-মহাসচিবদ্বয় মহাসচিবের দৈনন্দিন কাজকর্মে তাহাকে সহায়তা দিবেন এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন। মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে নোটশীটের মাধ্যমে যেকোন একজন উপ-মহাসচিব মহাসচিবের দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করিবে।

২৪। **কোষাধ্যক্ষঃ**

২৪.১ কোষাধ্যক্ষ মহাসচিবের সহযোগিতায় ফেডারেশনের আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ দিবেন। লেনদেনের ব্যাপারে কোন অনিয়ম যেন না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সভায় ফেডারেশনের বাজেট, অডিট রিপোর্ট ও আর্থিক বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন।

২৪.২ আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সকল দলিল ও কাগজপত্রে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকিবে। তিনি সভাপতি ও মহাসচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বাৎসরিক বাজেট ও আয়ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিবেন। ফেডারেশনের লেনদেন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির কাছে তার জবাবদিহিতা থাকিবে।

২৫। **পদত্যাগঃ**

নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অথবা ফেডারেশনের কোন কর্মকর্তা সভাপতিকে সম্বোধন করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সভাপতি পদত্যাগ করিতে চাহিলে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সম্বোধন করিয়া পদত্যাগ পত্র পেশ করিবেন এবং ফেডারেশনকে অবহিত করিবেন।

২৬। **ফেডারেশনের নির্বাচনঃ**

ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যুনপক্ষে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাহী কমিটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক সকল এফিলিয়েটেড ক্লাব ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে তাহা সরবরাহ করিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠণ ও নির্বাচন আপীল কমিশন গঠণ করিবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য (১) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ (২) আপত্তি গ্রহণ ও শুনানী (৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ সহ নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন পূর্বক নির্বাচনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া নির্বাচন সম্পন্ন করিবে। নির্বাচনী তফশীল ঘোষনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র যাহাই বর্ণিত থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা দ্বারাও ভোটারদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে আহবান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিতে পারিবে।

২৬.১ ঘোষিত নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেশনের পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদই কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২৭। **গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ**

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা উপ-ধারা বা কোন বিধি সংশোধন করিতে হইলে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা ডাকিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী একুশ দিন আগে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভার নোটিশের সংগে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মোট সদস্যের ৫০% (অর্ধেকের) এর বেশী সদস্যের উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংশোধনী পাশ করা যাইবে।

২৮। **গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঃ**

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা উপ-ধারা বা বিধির ব্যাখ্যা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভা পর্যন্ত নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সাধারণ পরিষদ পরবর্তী বৈঠকে এই ব্যাখ্যা পরিবর্তন করিলে পরিবর্তীত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত হইবে। তবে এই ধরনের পরিবর্তনের কারণে নির্বাহী কমিটি ব্যাখ্যা অনুসারে ইতোমধ্যে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা সম্পাদিত কোন কাজ অবৈধ বা বিধি বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবেনা যদিও নতুন ব্যাখ্যার আলোকে যে কোন অসংগতি ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন করিতে হইবে।

oo------oo

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের ২৮/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের ধারা ১,২.১ (জ, ণ),৫ (ছ, ঝ, ণ) ৭.২ (১, ২, ৪), ১৪ (ঘ,ঙ) ১৮ (২), ২০ (১,৩) ২৩ এবং ২৬.১ সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক অনুমোদিত এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এনএসসি স্মারক নং- ৩৪.০৩.০০০০.০০২.৪১.০০৬.১২-২০৯০ তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৩ অনুমোদিত।

মহাসচিব
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন

সভাপতি
বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন